EIS EMPLOYMENT INJURY SCHEME
PILOT

ইআইএস পাইলট বিষয়ক সেবা

ইআইএস পাইলট কী?

বাংলাদেশ সরকার কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী অক্ষমতা বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কারখানার অক্ষম শ্রমিকে বা মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে যৌথভাবে ইআইএস পাইলট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

কেন ইআইএস পাইলট কারখানার শ্রমিকদের জন্য জরুরী?

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী অক্ষমতা বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে কারখানার অক্ষম শ্রমিককে বা মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারকে সুরক্ষা দিতে এই ইআইএস পাইলট জরুরী।

অক্ষম শ্রমিক ও মৃত শ্রমিকের পরিবার কিভাবে ইআইএস পাইলট থেকে সুবিধা পাবেন?

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পর যত দ্রুত সম্ভব কেন্দ্রীয় তহবিলের এককালীন সুবিধার জন্য আবেদনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিক বা মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে তাঁর পরিবার কেন্দ্রীয় তহবিলের এককালীন আর্থিক সহায়তার অতিরিক্ত হিসেবে ইআইএস পাইলট থেকে মাসিক আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন।

কেন্দ্রীয় তহবিলের আবেদন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে এবং ফরমের সঙ্গে কী কী জমা দিতে হবে?

কেন্দ্রীয় তহবিলের এককালীন সহায়তার আবেদন ফরম কেন্দ্রীয় তহবিলের ওয়েবসাইট (https://centralfund.gov.bd/)- এর ডাউনলোড লিঙ্ক থেকে অথবা কারখানায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে পাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় তহবিলের আবেদন ফরম পূরণ করতে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থায়ীভাবে শ্রমিক বা মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের পরিবারের যে সকল কাগজপত্র প্রদান করতে হবেঃ

- শ্রমিকের/পরিবারের সদস্যদের এনআইডি কার্ড এর ফটোকপি
- জন্মসনদ (যদি এনআইডি কার্ড না থাকে)
- ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য
- ওয়ারিশান সনদ (সংযুক্ত কিউআর কোড থেকে সনদের ফরমেট ডাউনলোড করা যাবে)

আবেদন ফরম কে পূরণ করে দেবেন?

কারখানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিককে বা দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের পরিবারকে এই ফরম পূরণে সহায়তা করবেন।

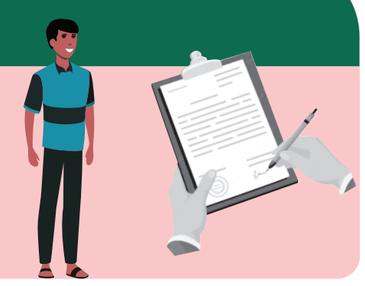

আবেদন সংক্রান্ত তথ্য কীভাবে পাওয়া যাবে?

ইআইএস পাইলট এর সুবিধা সংক্রান্ত অথবা কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হওয়া আবেদনের সর্বশেষ তথ্য জানতে ফোনে (০১৮৮৬৯২১০৩০) অথবা ই-মেইলে (specialunit@eis-pilot-bd.org ; verification@eis-pilot-bd.org) যোগাযোগ করুন।

এছাড়াও, কারখানা থেকে যে সকল কাগজপত্র আবেদন ফরমের সাথে দিতে হবে তার সম্পূর্ণ তালিকা কারখানায় প্রদত্ত ইআইএস পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। ইআইএস পাইলট ওয়েবসাইটের https://eis-pilot-bd.org/en/brochure/ লিঙ্কে পুস্তিকাটির অনলাইন ভার্সন টি পাওয়া যাবে।

মনে রাখবেন

- ইআইএস পাইলট, ২১ জুন ২০২২ সালের পর থেকে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ফলে স্থায়ী পঙ্গুত্ববরণকারী সকল শ্রমিককে বা মৃত্যুবরণকারী সকল শ্রমিকের পরিবারকে মাসিক সুবিধা প্রদান করবে।
- ইআইএস পাইলট কোন শ্রমিকের স্বাভাবিক মৃত্যু অথবা কর্মক্ষেত্রের বাইরের কোন দুর্ঘটনার জন্য সুবিধা প্রদান করে না।
- ইআইএস পাইলটের মাসিক আর্থিক সুবিধা কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দেওয়া হবে, কোনো নির্দিষ্ট কারখানা থেকে নয়।
- ইআইএস পাইলট শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সুবিধা প্রদান করছে।
- যদিও স্থায়ী অক্ষমতার মূল্যায়ন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার তারিখের প্রায় ১২ মাস পরে করা হয়, তবুও শ্রমিক এবং কারখানাকে দুর্ঘটনার পরপরই কেন্দ্রীয় তহবিলের এককালীন ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে হবে। এ আবেদনটি থেকেই ইআইএস পাইলটের অধীনে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়াটিও শুরু করা হবে।
- ইআইএস পাইলটের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের আবেদন ফরম কারখানা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ/বিকেএমইএ) মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রেরণ করা হয়।
- ইআইএস পাইলটের আওতায় প্রদেয় মাসিক সুবিধা প্রতি মাসে আবেদনকারী/পোষ্যদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ হয়।

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Implemented by: giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
International Labour Organization
NCCWE
industri all Bangladesh Council
Bangladesh Employer Federation
BGMEA
BKMEA Working Today to Shine Tomorrow